124294 - স্বামী-স্ত্রী দুইজনরে মাঝে তীব্র বরিোধ, আমরা কি তাকে তালাক দয়োর উপদশে দবি?

প্রশ্ন

আমি একজন ববিাহতি পুরুষ। আমার কয়কেজন সন্তান ও একজন স্ত্রী রয়ছেে। কন্তিু, স্ত্রীর সাথে সব সময় আমার ঝগড়া লগেে থাকে। আমি অনকেবার তার সাথে আমার সমস্যা নরিসনরে উদ্যোগ নয়িছেি; কন্তিু কোন কাজ হয় নাই। সে তালাকরে প্রতি সন্তুষ্ট নয়। জবৈকি দকি থকেওে সে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। আমাদরে এখানে প্রথাগতভাবে দ্বতিীয় ববিাহ অনুমতি নয়। কংিবা মানুষ ববিাহতি পুরুষরে কাছে তাদরে ময়েদেরেকে বয়িে দয়ে না। আমার আশংকা হচ্ছে- এভাবে চলতে থাকলে আমি হারামে লপ্তি হতে পারি। আপনারা আমাকে অবহতি করুন ও গাইড করুন। আমি আশা করব আপনারা আমাকে উপদশে দবিনে, কভিাবে আমি এ সমস্যা থকেে মুক্তি পতেে পারি। এর ভাল সমাধান কী হতে পার? আল্লাহ্ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কোন ঘরই সমস্যা মুক্ত নয়। কছিু ঘররে সমস্যা মামুলি। আর কছিু ঘররে সমস্যা জটলি। যনিি তার সমস্যা সমাধান করতে চান কংিবা অন্যরে সমস্যা নরিসন করতে চান তাকে সমস্যার কারণগুলো জানতে হব; যগেুলোর পরপ্রিক্ষেতিে স্বামী-স্ত্রীর মাঝ, কংিবা দুই বন্ধুর মাঝ, কংিবা পতিা-পুত্ররে মাঝে কংিবা যে কোন পক্ষরে মাঝে বরিোধ, ঝগড়াঝাঁটি ও মন কষাকষি সৃষ্টি হয়।

আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে কী নয়িে মতবরিোধ তা আমরা জানি না। তাই আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাধারণ কছিু পরামর্শ দবি, যগেুলো আপনার জন্য ও অন্য কারো জন্য উপকারী হব।

প্রয়ি ভাই, আপনি আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে এ সমস্যাগুলোর কারণ খুঁজে বরে করুন। হতে পারে আপনইি এ সমস্যাগুলোর মূল ও প্রধান কারণ। আপনার এমন কোন স্বভাব যা আপনি পরবির্তন করতে পারছনে না, কংিবা আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার খারাপ আচরণ, কংিবা আপনার স্ত্রী ও তার সন্তানদরে প্রতি আপনার অবহলো কংিবা অন্য কোন কারণ যার কোন সীমা নইে। তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে নজিরে ভুলগুলো শোধরানো। আপনার উচতি হচ্ছে- সে ভুলগুলো যদি আপনার পক্ষ থকেে হয়ে থাকে তাহলে সগেুলোর কারণগুলো দূর করা। আপনার অজানা নয় য, স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ,

স্ত্রীকে গুরুত্ব দেয়া, স্ত্রীর কাজের প্রশংসা করা, সন্তানদের যত্ম নেয়া এবং বাড়ীর প্রয়োজনীয় জিনিসিপত্র সরবরার করা ইত্যাদি প্রত্যকেটি স্বামীর প্রতি স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে, উভয়রে মাঝে সম্প্রীতি আনয়ন করে, ঘররে মাঝে দেয়া বস্তিার করে।

আর আপনাদরে উভয়রে মধ্যস্থতি সমস্যা ও বরিোধগুলোর কারণ যদি আপনার স্ত্রীর পক্ষ থকেে হয় তাহলে আপনার কর্তব্য হচ্ছে- প্রজ্ঞা ও সদুপদশেরে মাধ্যমে এর সুরাহা করা। স্বামীর জন্য সবচয়েে সহজ হচ্ছে – মূলতঃ ও বশেরিভাগ ক্ষত্রেে- স্ত্রীকে অনুগত বানানো, স্ত্রীর অপছন্দীয় জনিসিকে পছন্দনীয় করে তোলা, পছন্দনীয় জনিসিকে অপছন্দনীয় করে তোলা। কারণ কোন নারী যখন কোন পুরুষকে স্বামী হসিবেে মনেে নতিে সন্তুষ্ট হয় তার পছন্দ ও অভপ্রিায় অনুযায়ী বসবাস করতওে সন্তুষ্ট থাকে। এটা শর্ত নয় য, স্ত্রী আগে থকেে সটোকে পছন্দ করতে হবে কংিবা সটোর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটা সকল স্ত্রীর স্বাভাবকি মনোবৃত্তি। এ কারণে স্ত্রী তার স্বামীর অনুগামী হয়ে থাকে। এ হতেুর কারণইে মুসলমি নারীকে কাফররেে কাছে বয়িে দেয়া হারাম। এ হতেুর কারণইে সৎ স্বামী নর্িবাচন করার আদশে দেয়া হয়ছে। যনে স্বামী সচ্চরত্রিবান ও দ্বীনদার হয়; যাতে করে নারী তার দ্বীনদারি ও চরত্রি দ্বারা নতেবিাচকভাবে প্রভাবতি না হয়।

দুই:

হতে পারে কোন স্বামীর মনোবৃত্তরি সাথে স্ত্রীর মনোবৃত্তি মলিবে না। না স্বামী তার স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করতে সক্ষম; আর না স্ত্রী তার স্বামীর বধৈ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ডাকে সাড়া দতিে প্রস্তুত। এমন হলে এটাই তাদরে দু-জনরে মাঝে বচ্ছিদেরে স্টশেন। এমতাবস্থায় তারা দুইজন স্বামী-স্ত্রী হসিবেে থাকা সময় নষ্ট করা এবং সমস্যা ও পাপ-পঙ্কলিতাকে বাড়ানো ছাড়া আর কছিু নয়।

প্রশ্নে যা এসছে সে আলোকে আমরা বলতে চাই: যদি স্বামী দখেনে য, স্ত্রী স্বামীর জন্য নজিকেে সংশোধন করতে প্রস্তুত নয় এবং স্বামী নজিে এ সকল সমস্যার কারণ নয়: তাহলে তার সামনে তালাক ছাড়া আর কোন রাস্তা নইে। আর এটাই সর্বশষে সমাধান! এই সমাধানে স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকা শর্ত নয়। তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষত্রেে তার সন্তুষ্টি ধর্তব্য নয়। আমরা সমস্যাগুলোর সমাধান হসিবেে তালাককে উল্লখে করছেি নম্নিোক্ত কারণগুলোর প্রক্ষেতিে য কারণগুলো আপনার প্রশ্নরে মধ্যে এসছে:

১. স্ত্রীকে সংশোধন করা সম্ভবপর না হওয়া এবং দীর্ঘকাল ধরে আপনাদরে দুই জনরে মাঝে বরিোধ চলমান থাকা।

২. পরবিশেগত কারণে অন্য কোন নারীকে আপনি বয়িে করতে না পারা।

৩. আপনার যৌন চাহদিার ডাকে আপনার স্ত্রী সাড়া না দয়োর প্রক্ষেতিে আপনি হারামে লপ্তি হওয়ার আশংকা করা।

তাই আপনি তাকে সর্বশষে সুযোগ দনি এবং তার নজিকেে ও নজিরে অবস্থাকে শোধরানোর জন্য একটি সময় নর্িদষ্টি

করুন। যদি তার পক্ষ থেকে কোন পরিবর্তন না ঘটে তাহলে তালাক দিতে আপনি দ্বিধা করবেন না এবং হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ্ শরিয়ত অনুযায়ী আপনি এখন মুহসান (বিবাহিত)। আল্লাহ্ না করুন হারামে লিপ্ত হলে আপনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা। ইসলামে অন্যের অধিকার লঙ্ঘনকারীর ব্যাপারে অনেক হুমকি এসেছে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অনেক সতর্কবাণী এসেছে; আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন। অতএব, এর থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন।

আল্লাহ্ই তাওফিকদাতা।